দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 05 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

ঢাকা ভার্সিটির উপাচার্যের পক্ষপাতমূলক আচরণের প্রতিবাদ ॥ ২৫ রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটের বিবৃতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনে সিনেট চেয়ারম্যান উপাচার্যের পক্ষপাতমূলক আচরণ, সিনেট সদস্যদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার, অধিবেশন অকার্যকর করে দেয়া এবং সিন্ডিকেট ও ফিন্যান্স কমিটিতে প্রতিনিধি পদে নীলনকশার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

সোমবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতেতে তাঁরা বলেন, আমরা যখনই বক্তব্য রাখার সুযোগ পেয়েছি, তখনই উপাচার্যের সমর্থক তরুণ সিনেট সদস্যরা পয়েন্ট অব অর্ডার-এর সুযোগে এবং অনুমতি না নিয়ে আপত্তিজনক ভাষায় পাল্টা বক্তব্য রেখেছেন। সিনেট সদস্যদের কোন কোন প্রশ্নের উত্তর সিনেট চেয়ারম্যান উপাচার্যের পরিবর্তে এঁরাই দেয়ার চেষ্টা করেছেন। উপাচার্য এসময় ফ্লোর ছেড়ে দিয়ে নীরব থেকেছেন। শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে তিনি ধমকের ভঙ্গিতে আচরণ করে ফ্লোর না দিয়ে একাধিকবার বসিয়ে দিয়েছেন।

তাঁরা বলেন, শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্র ভর্তি এবং বিভিন্ন প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ ব্যয় সম্পর্কে সিনেটরদের প্রতিবাদ ও প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে এবং সিন্ডিকেট ও ফিন্যান্স কমিটিতে প্রতিনিধি নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা না দেখে উপাচার্য পক্ষপাতমূলক ভূমিকার আশ্রয় নেন। তিনি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন যাতে বিরোধী সিনেট সদস্যরা অধিবেশনস্থল ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং তিনি একতরফা নির্বাচন সেরে নিতে পারেন। কার্যত সিনেট অধিবেশনে তাই ঘটানো হয়েছে।

ডঃ আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, রামেন্দু কৃষ্ণ মজুমদার, ডঃ হারুন অর রশীদ, আজিজুল ইসলাম ভূইয়া ও ওয়াহিদুজ্জামান চানসহ ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট এ প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেন।